পদিপিসীর বর্মিবাক্স

রঙ্গীন চিত্র

পরিচালনা
অরুন্ধতী দেবী

16.12.72
Saturday

অনিন্দ্য চিত্র-এর রঙীন ছবি

পদিপিসীর বর্মীবাক্স

পরিচয়লিপি

রচনা : লীলা মজুমদার

চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত : অরুন্ধতী দেবী

গান : কাজী নজরুল ইসলাম। ছড়া : কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

চিত্রশিল্পী : বিমল মুখার্জী। শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র ও সূর্য চ্যাটার্জী। সম্পাদনা : সুবোধ রায়। কর্মাধ্যক্ষ : রতন চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা : সুরেন দাশ ও শান্তি শেখর চৌধুরী। শব্দযন্ত্রী : অতুল চ্যাটার্জী ও অনিল দাশগুপ্ত। পুন:শব্দযোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা : শক্তি সেন। মুৎ-শিল্প : রাম নিবাস ভট্টাচার্য্য। দৃশ্য-পট : কবি দাশগুপ্ত। মঞ্চ নির্মাণ : ভোলানাথ ভট্টাচার্য সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস ও বিশ্বনাথ দাস। পরিচয়লিপি : নিতাই বসু। প্রচার চিত্রশিল্পী : রনেন আয়ন দত্ত ও অতি দাস। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও পিকস্। প্রচারে : ধীরেন মল্লিক।

—সহকারী—

পরিচালনা : পলাশ ব্যানার্জী ও বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত : অলোক নাথ দে। চিত্রশিল্পী : ঝিন্টু দত্ত, বীরেন মুখার্জী ও শান্তি গুহ। সম্পাদনা : নিমাই রায়। শব্দযন্ত্রী : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ও শ্যামল বাবার্জী। পুন: শব্দযোজনা : বলরাম বারুই। ব্যবস্থাপনা : বনমালী পাণ্ডে ও গৌর দাস। রূপসজ্জা : পাঁচু দাস। আলোক সম্পাত : শম্ভু, নিতাই, জগু, শৈলেন, হরিপদ গুণনিধি। বুম্‌ম্যান : বীরেন ও মহাদেব।

কণ্ঠসঙ্গীতে : মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বড় সরকার বাড়ী, সুরুল। শৈলেন্দ্রনাথ রায়, বেহালা। অজিত বসুরায়, শান্তিনিকেতন। নারীম্যান ইরাণী, বোম্বে। ইন্টার্ণ রেলওয়ে। জে, কে, কাপুর। কলক লাহিড়ী, বনবিতাগ।

অভিনয়ে : ছায়া দেবী ও তপন ভট্টাচার্য

চিন্ময় রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, নির্মল কুমার, পদ্মাদেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), তপতী দেবী, মীরা দেবী, লতিকা দেবী, দীপালী চক্রবর্তী, কুমারী গুড়া, খগেন পাঠক, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখার্জী, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত ঘোষ, শম্ভু ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, সতু মজমদার, অলোক রায়চৌধুরী, সাধন সেন, সমর নাগ, সোমেন মুখোপাধ্যায়, সুশীল দাস, পলাশ দাস, মনোজিৎ লাহিড়ী, তপন চ্যাটার্জী, ননি দাস, সুশীল চক্রবর্তী আরও অনেকে।

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাইভেট লিমিটেডে এবং টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে গৃহীত। রঙীন : জেমিনী কলার ল্যাবরেটরী, মাদ্রাজ ও বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরী, বোম্বাই। সাদা কালো : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী, কলিকাতা। অপটিকল ওয়ার্ক, কার্টুন ও এ্যানিমেশন : প্রসাদ প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড (বোম্বে) শ্রীরামমোহন ও সরেশ নায়ক।

—পরিবেশনা—

অনিন্দ্য চিত্র ও শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

গল্প

খোকা মামাবাড়ী যাচ্ছে পাঁচু মামার সঙ্গে।

পাঁচু মামা বলে, পদিপিসির বর্মী বাক্সর গল্প। বলে তার বুকে সিংহের সাহস। নয়ত বর্মী বাক্স উদ্ধারে পাঁচু মামা হাত দেবে কেন? হুঁ?

পদিপিসি কে? বর্মী বাক্সই বা কি? তাতে কি এমন আছে? কোথায় রয়েছে সে বাক্স যে উদ্ধার করতে হবে?

কে? কি? কেন? কবে? কোথায়?

পদিপিসি ছিলেন পাঁচুমামার ঠাকুর্দার বাবার সাক্ষাৎ বোন। বর্মী বাক্সতে আছে—

এক একটা পান্না মোরগের ডিমের মত·····

এক একটা চুনী পায়রার ডিমের মত·····

এক একটা মুক্তো হাঁসের ডিমের মত·····

মুঠো মুঠো হীরে·····গোছা গোছা মোহর·····

পদিপিসি ডাকাত সর্দার নিমাই খুড়োর কাছ থেকে বর্মী বাক্স ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ী ফিরে যে কোথায় রেখেছিলেন তা আজও কেউ জানে না। বাড়ী শুদ্ধ লোক অবাক হ'য়ে দেখলো যে বাক্স পদিপিসির হাতে নেই। যাকে বলে 'হাওয়া'·····

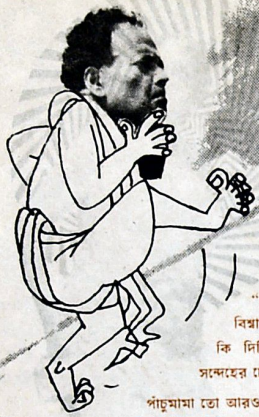

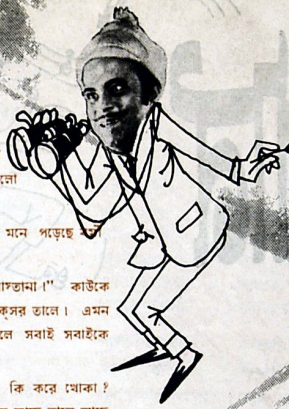

মহা শোরগোল পড়ে গেল। খোজ খোজ রব
পদিপিসি বাড়ী শুদ্ধ লোককে জাগিয়ে কাঁপিয়ে নাচিয়ে
হয়রান করে ফেললেন। বাক্স খুঁজে বার করতেই হবে।
কোথায় পাওয়া যাবে সে বাক্স? কেউ চোখেই দেখেনি সেটা।

পদিপিসি বাক্সর শোকে আধমরা হয়ে গেলেন। এত হীরে জহরৎ ধন
দৌলত সে কিনা চোখের নিমেষে উবে গেল! বাড়ির লোক বলা বলি করতে লাগলো
"বাক্স ফাক্স বানান কথা পদিপিসি স্বপ্ন দেখেছে"।

পদিপিসি হতাশায় শোকে মুহ্যমান শয্যা নিলেন। মারা যাওয়ার আগে হঠাৎ বলেন—"এই রে এতদিনে মনে পড়েছে
বাক্সটা কোথায় রেখেছিলাম" আর বেশী কিছু না বলে মুচকি হেসে পদিপিসি স্বর্গে গেলেন।

"এই হলো পদিপিসির বাক্সর ইতিহাস"—। পাঁচু মামা বলে,—"খোকার মামাবাড়িটা হচ্ছে শত্রুর আস্তানা।" কাউকে
বিশ্বাস নেই। সেজদামশায়, ডিটেকটিভ, ক্ষেন্তিপিসি, ঘনশ্যাম, ঠাকুর, চাকর, বামুন—সব আছে বর্মী বাক্সর তালে। এমন
কি দিদিমা যে এত আদর যত্ন করে খোকাকে, তাকেও বিশ্বাস নেই। "দিদিমা নম্বর ওয়ান স্পাই।" আসলে সবাই সবাইকে
সন্দেহের চোখে দেখে।

পাঁচুমামা তো আরও অদ্ভুত। মামাবাড়ী এসে খোকাকে চিনতেই পারে না খোকাকে এড়িয়ে চলে। তাহলে বাক্স পাবে কি করে খোকা?
কোথায় তাকে সাহায্য করবে না পাঁচুমামা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সকলকে বলে দিল যে খোকার পকেটে যে কাগজ আছে তাতে আছে
বর্মী বাক্সের সন্ধান। বাস—আর যাবে কোথায়! নিজেদের ঝগড়া ভুলে গিয়ে একজোটে সবাই তাড়া করলে খোকাকে। পালাবার পথ
নেই। তাই খোকা তাড়া খেয়ে উঠে গেল চিলেকোঠার ছাদে। হতবাক বাড়ী শুদ্ধ লোক দেখলে সিঁড়ি নেই খাঁজ নেই খোকা উঠে গেল।
অবাক কাণ্ড।

চিলে কোঠার ঘরে খোকা পেল একশ বছর আগেকার হারান সেই স্বপ্নের বাক্স! সকলকে বোকা বানিয়ে খোকা
বাক্স নিয়ে নেমে এলো। তুলে দিল দিদিমার হাতে। বাক্স খুলে পাওয়া গেল পুরানো সংস্কৃতি
পুঁথি। তাতে কি লেখা আছে?

লেখা আছে পদিপিসির আদুরে দুষ্টু ছেলে গজা কেমন করে বর্মী বাক্স মায়ের হাত
থেকে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল চিলে কোঠার ঘরে। সকলের
চোখের আড়ালে, সন্দেহের বাহিরে।

পদিপিসি বাড়ী ফিরে ছেলের হাতে বাক্স তুলে
দিয়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন
সে কথা।

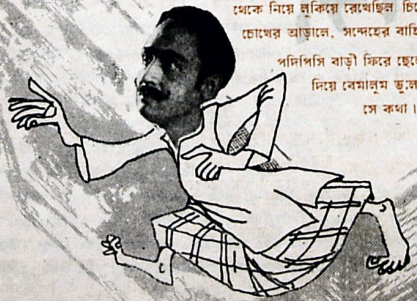

গান

(১) কালী সংগীত—প্রচলিত

দয়াময়ী নামটি মাগো,
কার কাছে মা পেয়েছো?
সতী হয়ে পতির বুকে,
কেমনে পা দিয়েছো।
জগত জুড়ে তোর যে দয়া মাগো,
ওমা তুই ন্যাংটো কালী
জানিনা কেমনে মাগো,
পতির বুকে পা তুই থুলি ॥

(২) নজরুল গীতি

কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল,
টগর, যূঁথী, বেলা, মালতী,
চাঁপা, গোলাপ, বকুল,
নাগিস ইরাণী গুল ॥

আমার যৌবন বাগানে
হাওয়া লেগেছে ফুল বাগানে।
চ'লে যেতে চ'লে পড়ি, খুলে পড়ে এলোচুল।
তনুমন আকুল আঁখি ঢুলুঢুলু ॥

ওগো, ফুটেছে এত ফুল ফুলমালী কই?
গাঁথিবে মালা কবে? সেই আশে রই।
সে মালা দেবো কারে, ভেবে সারা হই।
সহিতে পারিনা এ ফুল ঝামেলা
চামেলী পারুল ॥

(৩) পাল্কীর ছড়া

হুম্‌নাক্ হুম্‌নাক্
পাল্কী চলে পাল্কী চলে!
গগন তলে আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে আদুল গায়ে!
যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা

ময়রা মুদি চক্ষু মুদি
পাটায় বসে ঢুলছে ক'সে
দুধের চাঁছি শুষছে মাছি,
উড়ছে কতক ভন্ ভনিয়ে!
আসছে কারা হন্ হনিয়ে!

হাটের শেষে রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে,
কুকুর গুলো শুঁকছে ধুলো,
ধুঁকছে কেহ ক্লান্ত দেহ।
ঢুকছে গরু দোকান ঘরে
আমের গন্ধে আমোদ করে।

পাল্কী চলে পাল্কী চলে
দুলকি চালে নৃত্য তালে।
ছয় বেহারা জোয়ান তারা
গ্রাম ছাড়িয়ে আগ বাড়িয়ে
নামলো মাঠে তামার টাটে!
তপ্ত তামা যায়না থামা,
উঠছে তালে নামছে গাড়ায়
পাল্কী দোলে ঢেউয়ের নাড়ায়
ঢেউয়ের দোলে অঙ্গ দোলে
মেঠো জাহাজ সামনে বাড়ে
জয় বেহারার চরণ দাঁড়ে।

পরজাপতি হলুদ বরণ
শশার ফুলে রাখছে চরণ।
কার বহুড়ি বাসন মাজে?
পুকুর ঘাটে ব্যস্ত কাজে;
এঁটো হাতেই হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথায় কাপড় গোছায়।

পাল্কী দেখে আসছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা মাথায় পুটে।
পোড়োর আওয়াজ যাচ্ছে শোনা,
খোড়ো ঘরে চাঁদের কোনা!
পাঠশালাটি দোকান ঘরে
গুরুমশাই দোকান করে।
পোড়ো ভিটের পোঁতার পরে
শালিক নাচে ছাগল চরে!

গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে ফিরে
পাল্কী মাঠে নামল ধীরে
আবার মাঠে তামার টাটে
কেউ ছোটে, কেউ কষ্টে হাঁটে।
মাঠের মাঠি রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কী মাতে আপন নাটে!

আর দেরী কত আর কত দূর?
আর দূর কি গো বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের ওই হাটতলা
ওরি পেছুখানে ঘোষেদের গোলা।
পাল্কী চলেরে অঙ্গ টলেরে
সূর্য্য চলে
পাল্কী চলে ॥

আনন্দ চিত্র-এর

দ্বিতীয় নিবেদন

তপন সিংহ

পরিচালিত

তৃতীয় নিবেদন

অরুন্ধতী দেবী

পরিচালিত

মুদ্রনে : দি প্রিন্টোরিয়েল্ট ৩২/১৩/বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬